আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

১০

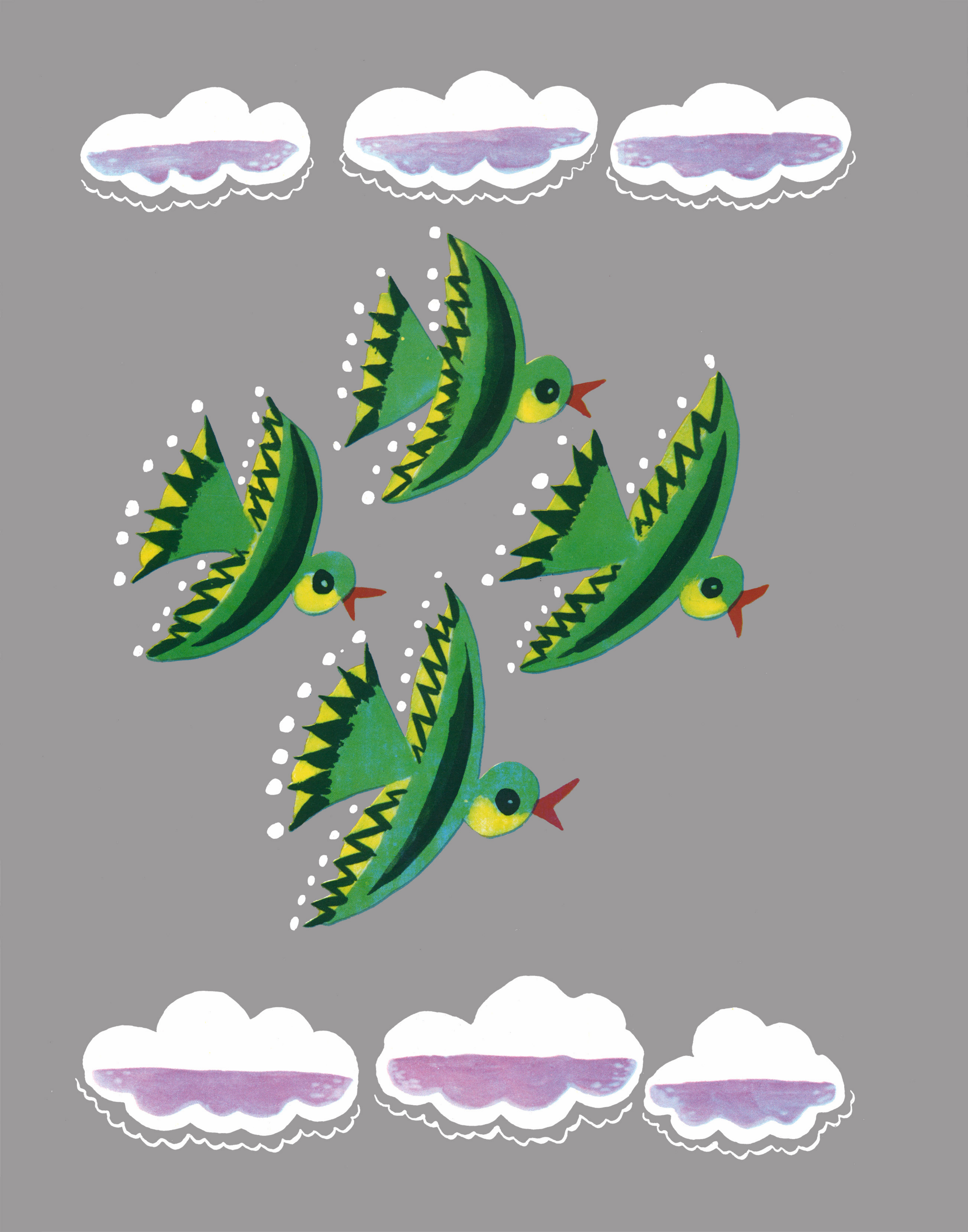
নিকোলাই নোসভ



ভীষণ কাণ্ড!



'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো



আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

১০

ভীষণ কাণ্ড!

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

ছবি এঁকেছেন বরিস কালাউশিন



'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো





কেউ কেউ মনে করে যত ওপরে ওঠা যায় তত গরম লাগে। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। যত ওপরে উঠবে ঠাণ্ডাও তত বেশি। তোমরা হয়ত প্রশ্ন করবে, কেন? ওপরে বেশি ঠাণ্ডা লাগার কারণ এই যে বাতাস সেখানে বড় বেশি পাতলা বলে সূর্যের কিরণ তাকে তেমন গরম করে তুলতে পারে না। নীচের দিককার বাতাস সব সময় বেশি গরম। সূর্যের কিরণ পৃথিবীকে গরম করে। গরম উনুনের মতো পৃথিবীও যখন গরম হয়ে ওঠে তখন তার গা থেকে গরম হাওয়া ছোটে। গরম বাতাস ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা, তাই ওপরে উঠে যায়। যত ওপরে ওঠে তত বেশি করে জুড়োতে থাকে। সেই জন্য বেশি উঁচুতে সব সময় ঠাণ্ডা।

টুকুনরা যখন তাদের বেলুনে চড়ে অনেক উঁচুতে উঠল তখন ঠিক এই জিনিসটাই তারা বুঝতে পারল। মেঘমুলুকে ওঠার পর এত বেশি ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করল যে ওদের সকলের গাল আর নাক লাল হয়ে উঠল। শরীর যাতে অন্তত সামান্য গরম হয় তার জন্য ওরা হাত পা ছুঁড়ে লাফঝাঁপ শুরু করে দিল। সবার চেয়ে বেশি জমে গিয়েছিল কেবলাকান্ত। সে আবার বাড়িতে টুপিটাও ফেলে এসেছে কিনা! ভীষণ ঠাণ্ডায় ওর নাকের জল বরফ হয়ে একটা লম্বা কাঠির মতো নাকের নীচে ঝুলতে লাগল। দাঁতে দাঁত ঠকঠক করে সে বাঁশপাতার মতো কাঁপতে লাগল।

‘হয়েছে, আর দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে হবে না!’ বিড়বিড় করে বলল বক্কেশ্বর। ‘এখানে অমনিতেই ঠাণ্ডা, তার ওপর উনি আবার দাঁতে দাঁত ঠকঠক করছেন!’

‘ঠাণ্ডা যদি হয় সে দোষটা ত আর আমার নয়!’ কেবলাকান্ত বলল।

বক্কেশ্বর তার জায়গা ছেড়ে উঠে এসে বলল:

‘কানের কাছে কেউ যখন দাঁতে দাঁত ঠকঠক করে তখন একদম সইতে পারি নে! আমার নিজেরই কাঁপুনি এসে যায়।’

সে তুলিবুলির পাশে এসে বসল। কিন্তু তুলিবুলিরও দাঁতে দাঁত লেগে ঠকাঠক আওয়াজ উঠছিল। বক্কেশ্বর সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল:

‘কী ব্যাপার? তুইও? আমাকে চটানোর জন্যে ইচ্ছে করে এই রকম ঠকাঠক শুরু করেছিস বুঝি?’

‘তোকে চটানোর জন্যে হতে যাবে কেন? ঠাণ্ডা যে!’

বক্কেশ্বর উঠে পড়ল, অন্য জায়গায় গিয়ে বসল। এই ভাবে বেশ কয়েকবার ও জায়গা বদল করল। তাতে অন্যেরা বিরক্তই হল।

ঠাণ্ডায় বেলুনটা জমাট শিশিরে ঢেকে গেল। সূর্যের আলোয় খোকনদের মাথার ওপর খাঁটি রুপোর তৈরি টোপরের মতো ঝলমল করতে লাগল। আস্তে আস্তে ঢাকনার নীচের বাতাস ফের জুড়িয়ে যেতে বেলুন নীচে নামতে শুরু করল। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল সাঁ সাঁ করে নামছে। বালির বস্তা যা ছিল সব শেষ। পড়া বন্ধ করার কোন উপায়ই নেই।

‘দুর্-ঘ-ট-না!’ সিরাপ চেঁচাল।

‘আমরা গেলাম!’ হাউমাউ করে উঠে বেঞ্চের তলায় গিয়ে ঢুকল আনাড়ি।

‘বেরিয়ে পড়্ ওখান থেকে!’ চৌকস ওকে ধমক দিল।

‘কেন?’ বেঞ্চের তলা থেকে আনাড়ি সাড়া দিল।

‘প্যারাশুট নিয়ে লাফাব আমরা।’

‘কেন? এখানেই ত দিব্যি আছি,’ আনাড়ি উত্তর দিল।

চৌকস বেশিক্ষণ ভাবনাচিন্তা না করে ঘাড় ধরে বেঞ্চের তলা থেকে ওকে টেনে বার করল।

‘এত বড় আস্পর্ধা তোর!’ আনাড়ি চিৎকার করে বলল। ‘আমি তোর নামে নালিশ ঠুকব!’

‘গাঁক গাঁক করিস নে। ভয়ে অমন হুলস্থুল বাধানোর কোন মানে হয় না,’ শান্তকণ্ঠে চৌকস বলল। ‘এই দ্যাখ না কেন, আমি কেমন প্যারাশুট নিয়ে ঝাঁপ দিই, আমার পেছন পেছন তুইও ঝাঁপ দে।’





একথা শুনে আনাড়ি কিছুটা শান্ত হল। চৌকস ওদের বসার ঝুড়িটার ধারে এগিয়ে গেল।

‘যা বলি তোমরা সবাই মন দিয়ে শোন, ভাই সব!’ সে হাঁক দিল। ‘আমার পেছন পেছন এক এক করে সকলে লাফিয়ে পড়। যে লাফ না দিয়ে থেকে যাবে বেলুন তাকে নিয়ে ওপরে উঠে যাবে। তোমাদের প্যারাশুট তৈরি রাখ... আচ্ছা, এবারে লাফিয়ে পড়!’

প্রথমে লাফিয়ে পড়ল চৌকস। তার পেছন পেছন ব্যস্তবাগীশ। কিন্তু তখনই এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য আগে থাকতে কেউ তৈরি ছিল না। লাফানোর পরে প্যারাশুট না খুলে তাড়াহুড়োয় ব্যস্তবাগীশ প্রথমে প্যারাশুট খুলল, তারপর লাফ দিল। এর ফলে ঝুড়ির কিনারায় প্যারাশুট বেধে গেল। দড়িদড়ায় ব্যস্তবাগীশের পা জড়িয়ে গেল, মাথা নীচের দিকে করে সে ঝুলতে লাগল। সে পা ছুঁড়ল, মাছধরার বঁড়শীতে গাঁথা পোকার মতো সারা শরীরটা কিলবিল করে পাক খেল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। প্যারাশুট আর খুলে আসে না।

বটিকা-ডাক্তার চিৎকার করে বলল, ‘ভাই সব, প্যারাশুট বেলুনের গা থেকে খুলে এলে ব্যস্তবাগীশ মাথা নীচের দিকে করে মাটিতে আছড়ে পড়বে!’

খোকনরা হাত দিয়ে প্যারাশুটের দড়ি চেপে ধরে ব্যস্তবাগীশকে ফের ঝুড়ির ভেতরে টেনে তুলল।

আনাড়ি দেখল বেলুন আবার ওপরে উঠে যাচ্ছে। তখন সে চেঁচিয়ে বলল:

‘দাঁড়া ভাই! তোরা সব দাঁড়া! আর কারও লাফানোর কোন দরকার নেই। আমরা আবার ওপরে উঠে গেছি।’

‘আমরা আবার ওপরে উঠছি কেন?’ হয়ত অবাক হয়ে গেল।

‘নাও ঠ্যালা!’ বক্কেশ্বর উত্তর দিল। ‘চৌকস যে লাফ দিল, তাইতেই না বেলুন হালকা হয়ে গেল!’

‘আমরা না থাকায় চৌকস এখন কি করবে?’ পিঠেপুলি জিজ্ঞেস করল।



‘কী আর করবে?’ হয়ত না বোঝার ভঙ্গিতে দুহাত নেড়ে বলল। ‘টুকটুক করে বাড়ি চলে যাবে।’

‘চৌকস না থাকায় আমরা কী করব এখন?’

‘হুঃ, কী কথাই না বললি!’ আনাড়ি উত্তর দিল। ‘চৌকসকে ছাড়া যেন আমাদের একেবারেই চলবে না।’

‘এমন কাউকে ত চাই যার কথা শুনে আমাদের চলতে হবে!’ পিঠেপুলি বলল।

‘এবার থেকে আমার কথা শুনে চলবি তোরা,’ আনাড়ি জানাল। ‘এখন থেকে আমিই হব তোদের মাথা।’

‘তুই!’ বক্কেশ্বর অবাক হয়ে বলল। ‘তোর ঐ মাথা নিয়ে?’





'বটে, এই কথা? আমার মাথা নিয়ে চলবে না বলছিস?' আনাড়ি চেঁচিয়ে বলল। 'আমার মাথা যদি তোর পছন্দ না হয়, তাহলে বাপু নীচে লাফিয়ে পড়্, ওখানে গিয়ে তোর চৌকসের খোঁজ কর্ গে।'

বক্কেশ্বর নীচের দিকে তাকিয়ে বলল:

'এখন আমি ওকে পাব কোথায়? আমরা উড়তে উড়তে অনেক দূর সরে এসেছি। তক্ষুনি সকলের লাফিয়ে পড়া উচিত ছিল।'

'না না, লাফা না! লাফা, লাফা!'

বক্কেশ্বর আর আনাড়ি তর্কাতর্কি শুরু করে দিল। তাদের তর্কাতর্কি সেই সন্ধে পর্যন্ত গড়াল। চৌকস নেই, এখন তাই ওদের থামাতেও পারল না কেউ। সূর্য ততক্ষণে অস্ত যায় যায়। জোর হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বেলুন আরও বেশি জুড়িয়ে গিয়ে ফের নীচে নামতে শুরু করল। বক্কেশ্বর আর আনাড়ির কিন্তু তখনও থামার নাম নেই।

'অনেক হয়েছে তক্কাতক্কি,' সিরাপ বলল আনাড়িকে। 'তোর যদি মাথা হওয়ার অতই শখ, তাহলে মাথা খাটিয়ে একটা কোন বুদ্ধি বাতলা। দ্যাখ, আমরা আবার নীচে নেমে যাচ্ছি।'

'এই বারে ভাবব,' আনাড়ি উত্তরে বলল।

এই বলে বেঞ্চের ওপর বসে পড়ে কপালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে সে ভাবতে শুরু করে দিল। বেলুন ততক্ষণে সাঁ সাঁ করে নীচে নামছে ত নামছেই।

'এখানে আর ভেবে বার করবিটা কী?' নাট বলল। 'আমাদের যদি বালির বস্তা থাকত, তাহলে একটা বস্তা না হয় ফেলে দেওয়া যেত।'

'ঠিক কথা!' আনাড়ির টনক নড়ল। 'বস্তা যখন আর নেই, তখন তোদের মধ্যেই একজন কাউকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। একজন কাউকে প্যারাশুট বেঁধে ছুঁড়ে দেব আমরা। তাহলে বেলুনটা হালকা হয়ে গিয়ে আবার ওপরে উঠবে।'

'কাকে ফেলা যায়?'

আনাড়ি চিন্তা ভাবনা করে বলল, 'হুম্, কাকে? কাকে আবার? আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি বকর বকর করে, তাকে!'

বক্কেশ্বর বলল, 'আমি কিন্তু রাজী নই। সবচেয়ে বেশি বকর বকর করলেই যে তাকে ফেলে দিতে হবে এমন নিয়ম নেই। ফেলতে হলে ফেল এমন কাউকে যে সবচেয়ে বেশি ভারী।'

'বেশ, ভালো কথা,' আনাড়ি ওর কথা মেনে নিল। 'তাহলে পিঠেপুলিকে ফেলা যাক। ও-ই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মোটাসোটা।'



‘ঠিক কথা,’ সিরাপ সায় দিল।

‘কী?’ পিঠেপুলি চিৎকার করে উঠল। ‘কে সবচেয়ে মোটা? আমি বুঝি? সিরাপ আমার চাইতে বেশি মোটা!’

‘দ্যাখ, দ্যাখ, তোরা একবার চেয়ে দ্যাখ ওর দিকে!’ হো হো করে হাসতে হাসতে আঙুল দিয়ে পিঠেপুলিকে দেখিয়ে চিৎকার করে বলল সিরাপ। ‘তোরা একবার চেয়ে দ্যাখ রে! আমি নাকি ওর চাইতে মোটা! হা-হা! আচ্ছা, আয় দেখি, মেপে দেখা যাক।’

‘চলে আয়, মেপে দেখা যাক!’ ঝগড়ুটে মোরগের মতো লাফাতে লাফাতে তার দিকে ধেয়ে গেল পিঠেপুলি।

সকলে পিঠেপুলি আর সিরাপকে ঘিরে ধরল। আনাড়ি পকেট থেকে একটা দড়ি বার করে পিঠেপুলির কোমরের চারধারে জড়িয়ে বাঁধল। পরে ঐ একই কায়দায় সিরাপেরও মাপ নিল। তাতে দেখা গেল সিরাপ পিঠেপুলির চেয়ে প্রায় দেড়গুণ বেশি মোটা।

‘না না, এ ঠিক নয়! হতে পারে না!’ সিরাপ তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে উঠল। ‘পিঠেপুলি জোচ্চোরি করেছে। মাপ নেওয়ার সময় ও পেট ভেতরে টেনে নিয়েছিল। আমি দেখেছি।’

‘কোথায় আবার আমি টানলাম!’ পিঠেপুলি প্রতিবাদ করে বলল।

'না, টেনেছে। আমি দেখেছি, নিজের চোখে দেখেছি। আয়, মেপে দেখব এখন!' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল সিরাপ।

আনাড়ি আবার পিঠেপুলির মাপ নিতে শুরু করল। এদিকে সিরাপ তার চারপাশে ছটফট করে ঘুরতে ঘুরতে চেঁচাতে লাগল:

'এই, এই! ও কী হচ্ছে, শুনি? পেট ফোলাচ্ছিস না কেন তুই?'

'ফোলাতে যাব কোন্ দুঃখে?' পিঠেপুলি উত্তর দিল। 'ফোলালে অবশ্যই তোর চেয়ে মোটা দেখাবে আমাকে।'

'আচ্ছা, না হয় না ফোলালি। কিন্তু তাই বলে পেট ভেতরে টেনে নেবারও কোন অধিকার তোর নেই। দ্যাখ ভাই, তোরা সব দ্যাখ, ও কী করছে! অন্যায়! রীতিমতো অন্যায়! এ যে ডাহা ঠকামো!'

আনাড়ি পিঠেপুলির মাপ নেওয়া শেষ করল। তারপর সেই রকমই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সিরাপেরও মাপ নিল। এবারে কিন্তু দেখা গেল দুজনে সমান মোটা।

আনাড়ি হতভম্ব হয়ে দুহাত ছড়িয়ে বলল, 'নাঃ, দুজনকেই তাহলে ফেলতে হবে দেখছি!'

'একজনকে ফেললেই যদি দিব্যি কাজ চলে যায়, তাহলে দুজনকে ফেলা কেন?' সিরাপ বলল।



শিকারী টোটারাম ঝুড়ির ভেতর থেকে উঁকি মেরে দেখল ওরা এত হু-হু করে মাটির কাছাকাছি চলে আসছে যে যে-কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে।

সে বলল, 'শোন্ আনাড়ি, যা করার চটপট কর্। আমরা কিন্তু শিগগিরই মাটিতে আছড়ে পড়ব।'

'কে প্যারাশুট নিয়ে লাফ দেবে সেটা গুনে বার করলে হয় না?' হয়ত বলল।

'ঠিক কথা!' সিরাপের মনে ধরল কথাটা। 'তবে কিনা সরু মোটা সবাইকেই গোনা হোক। তাতে কারও মনে কোন দুঃখু থাকবে না।'

'বেশ, বেশ, তা-ই হোক,' আনাড়ি রাজী হয়ে গেল।

সবাই গোল হয়ে দাঁড়াল। আনাড়ি একেকটা কথার সঙ্গে সঙ্গে আঙুল দিয়ে একেকজনকে খোঁচা মেরে গুনতে লেগে গেল:

'ইকিরি মিকিরি ধিকিরি ধিন্!
আয় রে নাচি তা ধিন্ ধিন্!
ধেই ধেই ধিন্ ধিন্ রাজার পুরী,
পুরী গিয়ে খাই কড়মড়ি...'

তারপর বলল:

'নাঃ, এই ছড়াটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। এটা আমার একদম ভাল্লাগে না।' বলে শুরু করল আরেকটা:

'আগড়ম বাগড়ম ব্যাঙের ছা,
যেথায় খুশি সেথায় যা,
ধোকড় মাকড় ধরে খা...'





এমন সময় ঝুড়িটা দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ে উল্‌টে গেল। হয়ত দু'হাতে জড়িয়ে ধরল নয়তকে, এদিকে নয়তও জড়িয়ে ধরল হয়তকে। ওরা দু'জনে জড়াজড়ি করে গড়িয়ে পড়ল ঝুড়ি থেকে। এর পর বাকি সব টুকুন মটরদানার মতো ঝুরঝুর করে ছড়িয়ে পড়ল। কেবল আনাড়ি আটকে রইল ঝুড়ির কিনারায়, আর তার সঙ্গে তুতুরাম — সে আনাড়ির প্যাণ্ট দাঁতে চেপে ধরে আছে। মাটিতে আছড়ে পড়ার সঙ্গে



সঙ্গে বেলুনটা একটা বল্-এর মতো ছিটকে উঠে গেল ওপরে, তারপরে শূন্যে ধনুকের মতো বাঁকা গতিতে গিয়ে ফের নীচে নেমে এলো। ঝুড়িটা আবার মাটিতে আছাড় খেয়ে ঘসটে চলে গেল। বেলুন শক্ত কিসের ওপর যেন পড়ে কানে-তালা-লাগানো বিকট শব্দে ফেটে গেল। তুতুরাম শূন্যে একটা ডিগবাজী খেয়ে মরিয়া হয়ে কিঁউ কিঁউ করতে করতে এক পাশে ছুটে পালাল। আনাড়ি ঝুড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ল। মাটিতে শুয়ে রইল নিশ্চল হয়ে।

এখানেই তাদের বেলুন যাত্রার ইতি।



Н. Носов

АВАРИЯ

На языке бенгали

Nikolai Nosov

AN ACCIDENT

In Bengali

ছোট শিশুদের জন্য

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত







আনাড়ি ও তার বন্ধুদের কাহিনী যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে,
তাহলে 'আনাড়ির কাণ্ডকারখানা' সিরিজের অন্যান্য বই
পড়ে ফুলনগরীর অধিবাসী রূপকথার নায়কদের
আরও কাণ্ডকারখানার পরিচয়
পেতে পার।

ISBN 5-05-000730-5
ISBN 5-05-001230-9